দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 16 OCT 1986
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

072

শিক্ষাঙ্গন

প্রসঙ্গ ঃ আদর্শ শিক্ষক নিয়োগ

'শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড' অতি প্রাচীনকাল হতে প্রচলিত প্রবাদ বাক্যটি আজও ইথারে ভাসে। দেশে অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু থাকা সত্ত্বেও গোটা দেশ ও জাতি অশান্তির আঁধারে নিমজ্জিত। উন্নত বিশ্বে প্রতিটি দেশ শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা এবং দেশের ভাবি কর্ণধারকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ার নিশ্চিত লক্ষ্যে শিক্ষাখাতে বিপুল অর্থ ব্যয় করে থাকে। আমাদের মত গরীব দেশে সম্পদের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বর্তমান বাংলাদেশ সরকার শিক্ষার জন্য অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তবুও জাতি আজ শিক্ষার সুফল হতে বঞ্চিত। বিশেষতঃ সাম্প্রতিককালের শিক্ষিতজনদের আচার-ব্যবহার ও চারিত্রিক বহিঃপ্রকাশ দেখে নিরেট মূর্খজনও কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

আমি বলব, চরিত্র গঠন বিবর্জিত ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষানীতি এর জন্য সার্বিকভাবে দায়ী। পাঠদানের সংগে সংগে শিক্ষার যে মহান উদ্দেশ্য ছাত্র-ছাত্রীর নৈতিক উন্নতি, চারিত্রিক উৎকর্ষসাধন, ধর্মীয় চেতনা ও দেশাত্ববোধ জাগিয়ে তোলা এর কোনটিই বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় নেই। অতীতের শিক্ষা ব্যবস্থায় ত্রুটি বিচ্যুতি সত্ত্বেও বিশেষ করে উপেনিবেশিক আমলে নৈতিকতাহীন শিক্ষা ব্যবস্থার নাগপাশে আবদ্ধ থেকেও যারা শিক্ষা গ্রহণ করেছে, দেশ ও জাতি তাদের নিকট হতে ক্ষেত্রবিশেষে বহুলাংশে উপকৃত হয়েছেন। চাই সে সামাজিক পর্যায়ে হোক, কিংবা রাষ্ট্রীয় পর্যায় হোক। একমাত্র কারণ হচ্ছে, তখন যাদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা হতো তাঁরা ছিলেন সমাজের জ্ঞানী-গুনী, চরিত্রবান ও মহত্বের অধিকারী। তখনকার দিনে শিক্ষক বলতেই উল্লেখিত গুণে গুনান্বিত ব্যক্তিকে বুঝাতো। বাস্তবেও তাদের ভিতরে সুপ্ত ছিল বিচিত্রগুণের সমাহার।

আদর্শহীন পাঠদানে অনভিজ্ঞ, এমন শিক্ষিত নামধারী ব্যক্তির পক্ষে শিক্ষক হবার কোন প্রশ্নই সমাজে সেদিন ছিল না। কারণ শিক্ষক-ছাত্রের কল্যাণ ভবিষ্যতের দিশারী। যার হাতে ন্যস্ত হয় দেশের ভবিষ্যৎ মানুষ গড়ার মহান দায়িত্ব। যার মানবিক চিন্তাধারার প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হয় ছাত্র সাধারণের নৈতিক চরিত্রের উপর। অবশ্যই এহেন ব্যক্তিকে চরিত্রবান, অভিজ্ঞ ও মুরুব্বী জ্ঞান সম্পন্ন হতে হয়। মুরুব্বী হওয়ার মানে এ নয় যে, তাকে বর্ষীয়ান বা বৃদ্ধ হতে হবে। বরং আচার-আচরণ, চাল-চলন ও গতিবিধিতে মুরুব্বীয়ানার ছাপ থাকতে হবে। নতুবা এক অনভিজ্ঞ তরুণ, আর এক তরুণকে কিভাবে পরিপক্ক জ্ঞান দিতে সক্ষম হবে? অতীতে এ সকল আদর্শিক দিকগুলোর পূর্ণ বিচার বিশ্লেষণ করতঃ শিক্ষকতার মহান দায়িত্বে নিয়োগ দেয়া হতো।

হালে আমাদের দেশে শিক্ষক নিয়োগ বিধির বেলায় এসকল বিচার বিবেচনার কোন বালাই নেই, বললেই চলে কেবলমাত্র প্রার্থীকে ১ম ও ২য় বিভাগে কাংখিত শ্রেণীতে পাস হলেই হয়। চাই সে পড়াতে পারুক কিংবা না-ই পারুক।

ইদানিং বিভিন্ন মহলে যে শিক্ষার মানের ক্রমাবনতি ও শিক্ষাঙ্গনে নৈরাজ্য বিস্তারের কথা শোনা যায় এটি তারই ফলশ্রুতি।

অতএব অন্যান্য আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে চাকুরীতে নিয়োগের বেলায় একমাত্র সার্টিফিকেটের মানের উপর গুরুত্ব দেয়া হলেও শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে মানের কিছুটা শিথিল করতঃ আত্মসচেতন, আদর্শ ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নিয়োগ দিলে শিক্ষার মানের ক্রমোন্নতি শিক্ষাঙ্গনে সুষ্ঠু পরিবেশ ছাত্র সাধারণের নৈতিক উন্নয়ন ও বর্তমান নকল প্রবণতা নামক সংক্রামক ব্যাধির হাত হতে জাতি মুক্তি পেতে পারে।

—মুহাঃ সায়ীদ আহমদ
(সহ-অধ্যক্ষ)
ভাণ্ডারিয়া
জেলাঃ পিরোজপুর।